২৬
(প্রমদাবাবুকে লিখিত)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর
৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

বাবাজীর সহিত দেখা হওয়া বড় মুশকিল, তিনি বাড়ির বাহিরে আসেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান-সমদ্বিত এবং চিমনিদ্বয়-শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের ইচ্ছা নাই। লোকে বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন; কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখ নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা দেখিব। রবিবার ঁকাশীধামে যাত্রা করিব -- এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজী দেখিবার সখ আমার গুটিয়াছে। অদ্যই চলিয়া যাইতাম; যাহা হউক, রবিবার যাইতেছি। আপনার হৃষীকেশ যাইবার কি হইল?

দাস

নরেন্দ্র

পুঃ -- গুণের মধ্যে স্থানটি বড় স্বাস্থ্যকর।

নরেন্দ্র